দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ০2 JUN 2016
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

স্বাস্থ্য শিক্ষা স্বরাষ্ট্র ভেঙে সাত বিভাগ

প্রস্তাবে অনুমোদন জনপ্রশাসনের

■ শ্যামল সরকার

স্বরাষ্ট্র, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে বিভক্ত করে শিক্ষায় তিনটি ও অপর দুটি মন্ত্রণালয়ে দুটি করে বিভাগ করার প্রস্তাবে সম্মতি দিয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে বিভাগের জন্য নতুন সচিবসহ প্রয়োজনীয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী পদের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। ফলে এখন ৪৫টি মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বেড়ে দাঁড়াবে ৪৯টিতে। বাড়বে চারজন সচিবের পদ ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং প্রয়োজনে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রীর সংখ্যাও।

গতকাল বুধবার জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে মন্ত্রণালয় তিনটি ভাগের প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত পত্র স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী এখন সংশ্লিষ্ট তিনটি মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগের অনুমোদন নিয়ে এ বিষয়ে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির অনুমোদন নেবে। বিষয়টিতে মন্ত্রিসভার অনুমোদনও নিতে হবে। কেননা মন্ত্রণালয় পৃষ্ঠা ১৯ কলাম ১

স্বাস্থ্য শিক্ষা স্বরাষ্ট্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ভাগের সঙ্গে সঙ্গে রুলস অব বিজনেস সংশোধন করতে হবে।

জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজের সুবিধার জন্য পাঁচটি মন্ত্রণালয় ভেঙে আলাদা আলাদা বিভাগ করার বিষয়ে আগেই নীতিগত সম্মতি জানিয়েছিলেন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (সমন্বয় ও সংস্কার) এ বিষয়ে কাজ সম্পন্ন করার পর জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগ বিষয়টির ওপর কাজ করে বিভাগের নাম ও জনবল চূড়ান্ত করে। ইতোমধ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ রুলস অব বিজনেসের অধীন অ্যালোকেশন অব বিজনেস (মন্ত্রণালয়ের কর্মবণ্টন পরিধি নির্দেশনা) সংশোধনের কাজও শেষ করেছে।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় অনুমোদিত পত্রে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ভেঙে উচ্চশিক্ষা বিভাগ, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগ ও মাদ্রাসা-কারিগরি শিক্ষা বিভাগ করার কথা বলা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা বিভাগে একাদশ শ্রেণি থেকে সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং এসব শিক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত দপ্তর-অধিদপ্তর, মাধ্যমিক শিক্ষা বিভাগে অষ্টম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম ও এসব কাজ পরিচালনাকারী দপ্তর-অধিদপ্তর, সংস্থা এবং মাদ্রাসা-কারিগরি বিভাগে থাকবে দাখিল থেকে টাইটেল পর্যন্ত মাদ্রাসা শিক্ষা ও কারিগরি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ইত্যাদি এবং এগুলো পরিচালনায় বিদ্যমান দপ্তর-অধিদপ্তর ও সংস্থা।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভেঙে জননিরাপত্তা বিভাগ ও সুরক্ষা সেবা বিভাগ করা হয়েছে। জননিরাপত্তায় থাকছে রাজনৈতিক, আইসিটি, পুলিশ, আনসার ও সীমান্ত রক্ষী বাহিনী (বিজিবি), আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসন ও অর্থ এবং উন্নয়ন। আর সুরক্ষা সেবা বিভাগে থাকছে নিরাপত্তা, ন্যাশনাল টেলিকম মনিটরিং সেন্টার (এনএমটিসি), অগ্নিনির্বাপক দপ্তর, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, আইন ও শৃঙ্খলা, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, কারা ও সমন্বয়, প্রশাসন, অর্থ সমন্বয় ও উন্নয়ন।

এ ছাড়া স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ভেঙে হচ্ছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ। পরিবার কল্যাণের অধীনে থাকবে নার্সিং ও ওষুধ প্রশাসন দপ্তর। বাকি বিদ্যমান দপ্তর, অধিদপ্তর ও সংস্থা থাকবে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে।

এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আবুল কালাম আজাদ ইত্তেফাককে বলেন, বেশ কিছু মন্ত্রণালয়ে কাজের চাপ বেড়েছে। ছোট ছোট ভাগে ভাগ করে সেসব জায়গায় তদারকির ব্যবস্থা নিশ্চিত করা গেলে কাজের গতি বাড়বে। এ বিবেচনায় প্রশাসনিক কাঠামোয় পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এ জন্য আপাতত তিনটি মন্ত্রণালয়ে বিভাগের সংখ্যা বাড়িয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। যাতে বেশি লোকবল নিয়ে কাজ দ্রুত শেষ করা যায়। এছাড়া এর মাধ্যমে অধিক সংখ্যক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা নতুন বিভাগে নিয়মিত পদে কাজ করার সুযোগ পাবেন।

উল্লেখ্য, এখনো প্রশাসনের উচ্চপদে পদোন্নতিপ্রাপ্তরা পদোন্নতির আগের পদেই কাজ করে যাচ্ছেন। এতে তাদের ওপর মানসিক চাপ বাড়ছে। ফলে কাজের গতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সূত্র জানায়, বর্তমানে ৪৫টি মন্ত্রণালয়ের বিপরীতে ৭৫ জন সচিব রয়েছেন (পরিকল্পনা কমিশন, প্রাইভেটাইজেশন কমিশনের সদস্য, ভূমি আপিল ও ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ)। এ ছাড়া ৮টি মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একাধিক বিভাগ রয়েছে।

জানা গেছে, ১৯৭২ সালে শিক্ষা, ধর্ম, খেলাধুলা এবং সংস্কৃতি বিষয়ক যে মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছিল ১৯৯৩ সালের আগস্ট মাসে সেখান থেকে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় করা হয় অর্থ থেকে সরিয়ে। এ ছাড়া আরো একাধিক নতুন বিভাগ ও মন্ত্রণালয় করা হয়েছে।

এদিকে বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগও ভাগ করার কাজ চলছে বলে জানা গেছে। প্রশাসন সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলরা জানান, নতুন করে মন্ত্রণালয় বা বিভাগ বাড়ানো হলে মন্ত্রণালয়ের নির্বাহী কর্তৃপক্ষ তথা মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী নিয়োগের পাশাপাশি সচিবের পদে নিয়োগের সুযোগ তৈরি হবে। এতে প্রশাসনে গতিশীলতা আসবে।